গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৭-৩২৯

তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪২৫
১৯ জুলাই ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dsadmin2@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০২/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dsadmin2@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. যুগ্মপ্রধান, প্ল্যানিং সেল, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
১০. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. এস্টেট ও আইন অফিসার, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৩. উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৮. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
২১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-19

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জুন ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১২ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১১ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	১১ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।	-

২. অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুন'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	মে' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জুন'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৩	-	০৩	০২	-	০২	০১	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	-	০১	-	-	-	০১	
বিআরটিএ	১৫	-	১৫	-	-	-	১৫	
বিআরটিসি	৪৮	০২	৫০	০৩	০১	০৪	৪৬	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	৬৭	০২	৬৯	০৫	০১	০৬	৬৩	

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে মে ২০১৮ মাস পর্যন্ত ০৩টি মামলা চলমান ছিল। জুন ২০১৮ মাসে কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০১টি।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পেন্ডিং মামলাগুলো গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

(গ) বিআরটিএ'র তদন্ত পর্যায়ের মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পিএসসিতে মতামতের জন্য প্রেরিত মামলার বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।

(ঘ) বিআরটিসিতে এক বছরের অধিক পুরানো মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা

৩. আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুন ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	জুন ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৬টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩১৫৫	৩৪	৩১৮৯	১১	১০	০১	৩১৭৮
বিআরটিএ	২২৭	০২	২২৯	-	-	-	২২৯
বিআরটিসি	৮৭	০২	৮৯	-	-	-	৮৯
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	-	-	-	০১
মোট	৩৪৭০	৩৮	৩৫০৮	১১	১০	০১	৩৪৯৭

www.rthd.gov.bd Date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, (১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সওজ অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলার পেন্ডিং থাকার কারণ, মামলার ধরণ ও মামলার সঠিক সংখ্যা যাচাই-বাছাই করে দেখা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের অবহিত করেন। প্রথম পর্যায়ে সর্বাধিক পেন্ডিংভুক্ত খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জোনের মামলার বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা এবং সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সভা আহবানের জন্য অতিরিক্ত সচিব (আইন)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, অন্যান্য অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জোনের মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে দ্রুত একটি সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(২) মে ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ৪২টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে ০৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৩টি কনটেম্পট মামলায় সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে বিবাদী করা হয়নি বিধায় কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৩৬টি। জুন'১৮ মাসে ৫টি নতুন কনটেম্পট মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৪১টি। বর্তমানে ৪১টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(২) কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা ২৭টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ১১টি (সওজ ০৯টি, বিআরটিএ ০২টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ ১১, বিআরটিএ ০৫টি) মামলা রয়েছে। চলমান মামলাগুলোর জবাব ভালভাবে পরীক্ষা করে আদালতে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৭টি মামলা নিয়মিত Followup এবং জবাব ভালভাবে পরীক্ষা করে আদালতে প্রেরণ করতে হবে।	
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে চলমান মামলা কেস টু কেস Verify করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রস্তুতকৃত তালিকা মতামতের জন্য বিআরটিএ'র বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞ আদালতে মে ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২২৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুন ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২২৯টি।	কেস টু কেস Verify করে আইনজীবীর মতামতসহ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। মামলার নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, বিআরটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট মামলাসমূহের নিষ্পত্তির কার্যক্রম অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতে মে ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুন ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৯টি।	গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে ডিটিসিএ'র মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবীর পাশাপাশি বেসরকারি/প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ২২/০৫/২০১৮ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে ডিটিসিএ'র মামলা পরিচালনার জন্য একজন বেসরকারি আইনজীবি নিয়োগে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	০৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৮৬	১,১২৪	৫,৭৫২	৬১০	২৫ (অঃ)	৭,৫১১	১১ (সাঃ) ১৪ (অঃ)	৭,৪৮৬
ডিটিসিএ	২৫	১৪	১০	০১	-	২৫	-	২৫
বিআরটিসি	৩,৭৪৭	২,৫১৮	১,১৩৮	৯১	-	৩,৭৪৭	০৯ (সাঃ) -	৩,৭৩৮
বিআরটিএ	২৬৫	৫০	২১৫	-	-	২৬৫	-	২৬৫
মোট	১১,৫৩১	৩,৭১১	৭,১১৭	৭০৩	২৫	১১,৫৫৬	৩৪	১১,৫২২

উপসচিব (অডিট) জানান যে, মে ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৫৩১। জুন ২০১৮ মাসে ২৫টি (সওজ অধিদপ্তর) অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ৩৪টি (সওজ অধিদপ্তর ২৫টি এবং বিআরটিসি ৯টি) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৫২২টি (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ০৮, সওজ অধিদপ্তর-৭,৪৮৬, ডিটিসিএ-২৫, বিআরটিসি-৩,৭৩৮ ও বিআরটিএ-২৬৫)।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (অডিট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৩টি অগ্রিম অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে।	(ক) (১) অডিটি আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট, পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ডাটাবেইজটি হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে। হালনাগাদের কাজ শেষ হলে এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হবে।	(খ) দ্রুত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ডাটাবেইজটির ওপর একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	
	(গ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে সওজ অধিদপ্তরের ০২টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ২৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ০৯টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বিআরটিসিতে ০১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ২০টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০টি অনুচ্ছেদেরই নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে ০২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ৪৬টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩০টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উপসচিব (অডিট) সভাকে আরও অবহিত করেন বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো কার্যপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। বিআরটিএ হতে এ বিষয়ে যোগাযোগও করা হচ্ছেনা বিধায় অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। বিআরটিএ'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি ও সভার কার্যপত্র প্রেরণের করণীয় বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে শীঘ্রই সভা করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (২) বিআরটিএ'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রেরণে করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) শীঘ্রই একটি সভা করবেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটি/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) উপসচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে বিআরটিএ ও বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক ক্রাশ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে নিয়মিত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঘ) অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বিআরটিএ ও বিআরটিসি'র জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	মে'১৮ মাস হতে আগত পেন্ডিং কেইস	জুন'১৮ মাসে আগত	মোট অনিষ্পন্ন	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৬	০২	২৮	০২	২৬	
বিআরটিসি	১০৫	০৯	১১৪	-	১১৪	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৩৫**	১১	**১৪৬**	০২	**১৪৪**	

	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ০৪টি। উক্ত ০৪টি অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে ০৩টি, সিভিল আদালতে মামলার কারণে ০১টি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সঠিক অবস্থা এবং আপত্তির গড়-মিল মিলিয়ে দেখার জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে একটি সভা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। দীর্ঘ পেন্ডিং ৩ (তিন) টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (২) অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন কেইসের সঠিক অবস্থা এবং আপত্তির গড়-মিল মিলিয়ে দেখার জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে সভা করে এর অগ্রগতি আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ

www.rthd.gov.bd || Date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	স্তবায়নকারী
		(৩) ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের লক্ষ্যে ক্যাটাগরি ভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুত করে ইতোমধ্যেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা) জানান, খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং পর্যায়ে নথিটি এ বিভাগে ফেরত পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী খসড়া আইনটি সংশোধন/পরিমার্জন করে ২৭/১১/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০৪/০১/১৮ তারিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং ১৬/০১/২০১৮, ২২/০১/২০১৮, ২৮/০১/২০১৮, ১০/০২/২০১৮ ও ০৬/০৩/২০১৮ তারিখে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অদ্যাবধি খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ভেটিং শেষে নথি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।	খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন/অর্থনৈ ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশা:
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়ার উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ২য় সভা ১৯/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান বিআরটিসি যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং ও যথাসময়ে সার্ভিসিং সম্পন্ন না হলে পরবর্তী মাসের ০১ তারিখে ইজারা চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিলের শর্তটি সঠিক হবেনা মর্মে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা চুক্তি বাতিল হলে তৎক্ষণিকভাবে ফেরি মেইনটেন্যান্স ও ব্যবস্থাপনায় একটি বড় রকমের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ইজারা চুক্তি বাতিল না করে অন্য কোনো কঠোর শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি সভা করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং সংক্রান্তে ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, **রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮** বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসিচব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান এ নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কয়েকটি কোম্পানীর আবেদন বিআরটিএতে পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালাটি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে গেজেট আকারে প্রকাশ হওয়ার পরও দীর্ঘদিনে তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণ ও এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) ও যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার কারণ ও এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলছে। মৃত গাছের স্থলে চলতি বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপণের জন্য ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং হতে সকল নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি প্রধান বৃক্ষপালনবিদের অধীনে সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) অভিমত ব্যক্ত করেন। জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের মহাসড়কে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রধান বৃক্ষপালনবিদের বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের সক্ষমতা রয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করে দায়িত্ব প্রদানের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (ক) (৩) মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল

www.rthd.gov.bd || date:2018-07-18

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে বৃক্ষপালনবিদকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং নির্দেশনার বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সহসাই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। এ মাসেই প্রস্তাবটি প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে প্রস্তাব জুলাই/২০১৮ মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঘ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, রোপিত তাল গাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বৃক্ষরোপনের মৌসুম শুরু হওয়ায় বৃক্ষরোপণের একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) (১) রোপিত তালগাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে (ঘ) (২) পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের (রাজবাড়ী অংশে) উভয় পার্শ্বে সওজ মালিকানাধীন গাছ অবৈধভাবে কর্তন প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ পত্রের প্রেক্ষিতে অভিযোগটি তদন্তকরণের নিমিত্ত ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে সুস্পষ্ট মতামত/মন্তব্যসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উক্ত কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল ও প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে রোপিত গাছ কর্তনের বিষয়ে জড়িত সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	
	(চ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছসমূহের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানে খুলে যাওয়া স্লাব, আগাছা পরিস্কার ও সৃষ্ট গ্যাপে বৃক্ষ রোপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোনকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে তদারকি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(চ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (চ) (২) জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মিডিয়ানে খুলে যাওয়া স্লাব, আগাছা পরিস্কার ও সৃষ্ট গ্যাপে বৃক্ষ রোপনের জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ বিষয়টি তদারকি করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুসরণীয় নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণে সম্মতি প্রদানের জন্য ২০/০৫/২০১৮ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন), সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান যে, খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ফলোআপ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে।	(খ) খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-08-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের লক্ষ্যে ০৬/০৫/২০১৮ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ-নিষ্পত্তি কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমির নিরঙ্কুশ মালিকানা নিশ্চিতকরণার্থে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ১২/০৫/২০০৩ তারিখের ১৩৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সড়কগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে মালিকানার কথাটি অন্তর্ভুক্ত করে এগুলোর দায়-দায়িত্ব সওজ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত করার নিমিত্ত প্রজ্ঞাপনটি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। (ঘ) সভাপতি অবহিত করেন বিভিন্ন সময়ে জেলা পরিষদের অনেক জায়গা সওজের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গার এখনও রেকর্ড করা হয়নি। জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত জায়গা চিহ্নিত করে এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) প্রজ্ঞাপন সংশোধনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচি (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আই কর্মকর্তা (সক
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ২৮ জুন ২০১৮ এবং ০১ - ০৪ জুলাই ২০১৮ সময়ে নেত্রকোনা সড়ক বিভাগধীন ময়মনসিংহ (ডিসি-অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট (নেত্রকোনা অংশ) সড়কের ২২ তম কিঃমিঃ এ শ্যামগঞ্জ বাজার এলাকায় সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ এর নিজস্ব ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/অধাপাকা প্রায় ৬০০ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ৫ (পাঁচ) একর ভূমি দখল মুক্ত করে নির্বাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা সড়ক বিভাগের কাছে সরজমিনে বুঝিয়ে দেয়া হয়। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে চলমান মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে। উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণে আর কোনো বাধা না থাকায় দ্রুত অবৈধ স্থাপনা অপসারণের জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সম্পত্তি ও আ কর্মকর্তা, প্রধা কার্যালয়
	ঢাকা জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, গত ১৩/০৬/২০১৮ তারিখে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন আব্দুল্লাহপুর হতে মাওনা পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৪০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে এলোপাথারীভাবে রাখা ট্রাক, বাস সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে ঈদ উৎসবে বাড়ি গমনকারী যাত্রীদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। ১৪/০৬/২০১৮ তারিখে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন আব্দুল্লাহপুর হতে মাওনা পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ভূমি ২৩টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে এলোপাথারীভাবে রাখা ট্রাক, বাস সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে ঈদ উৎসবে বাড়ি গমনকারী যাত্রীদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২জন কর্মচারিকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কৈফিয়তের জবাবও উক্ত কর্মচারিগণ দাখিল করেছেন। এ ব্যাপারে উক্ত কর্মচারিদের বিরুদ্ধে কী ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে মর্মে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক সার্কেল, ০৪/০৭/২০১৮ তারিখে সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌ সওজ /সম্প আইন কর্ম ঢাকা জো
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ২৩/০৫/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করা হলে শীঘ্রই এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হবে মর্মে জানিয়েছেন।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত সা (এস্টেট)/যুগ্মস (সম্পত্তি)
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, ০৬/০৬/২০১৭ তারিখ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটার অভিমুখে সড়কের বামপার্শ্বে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সম্মুখে পটিয়া উপজেলাধীন সুচক্রদন্ডী মৌজায় সওজ'র জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা ১২টি স্থাপনা অপসারণ করা হয় এতে ৩৬ শতক জমি দখলমুক্ত করা হয় যার বর্তমান বাজারদর আনুমানিক ৪.০০ কোটি টাকা। ২৬/০৬/২০১৮ তারিখ তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু প্রকল্পের আওতাধীন বহদ্দারহাট থেকে তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু এপ্রোচ পর্যন্ত ৪-লেন উন্নীতকরণ কাজের সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা চারতলা ভবন অপসারণ করা হয়। এতে ১.২ শতক জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে।	উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত সা (এস্টেট)/সম্প ও আইন কর্মক চট্টগ্রাম

www.rthd.gov.bd // Date 2018-07-19

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td><u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u>
যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ০২/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ফিটনেসবিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের নিমিত্ত বুয়েটেসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময় করে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা এবং ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(১) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
(২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ ফিটনেস বিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচলের বিষয়ে বুয়েটেসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিআরটিএ সভা আয়োজন করবে এবং মতামত এ বিভাগে প্রেরণ করবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td><u>অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:</u>
এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান, সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ হতে অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদের চাহিদা পত্র পাওয়া যায়না। ফলে এ বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। সওজের জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের নিমিত্ত চাহিদাপত্র/তথ্য প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পত্র প্রেরণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়)-কে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের বিষয়ে চাহিদা পত্র/তথ্য প্রদানের জন্য অধিভুক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পত্র দিতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)</td></tr>
<tr><td>১১.</td><td><u>ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধ :</u>
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুযায়ী সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।</td><td>উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)</td></tr>
<tr><td>১২.</td><td><u>সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :</u>
উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে পুনরায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। তদানুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</td><td>দ্রুত সভা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td><u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান,
(ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ২৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ৬৫টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা</th><th colspan="2">সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য</th><th rowspan="2">সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ</th><th colspan="2">নিলাম সংক্রান্ত</th></tr>
<tr><th>মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন</th><th>মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায়</th><th>বিক্রিত</th><th>বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন</th></tr>
<tr><td>১৭৩</td><td>১২১+৪০=১৬১</td><td>মোট ১২টি</td><td>-</td><td>৯৫টি</td><td>৬৬</td></tr>
</table>
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে বিদ্যমান গাড়ীসমূহের মধ্যে হতে ২০১৫-১৬ সালে মেরামত অযোগ্য ১৭৩টি গাড়ী অকেজো ঘোষণা করা হয়। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬১টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদন করা হয় এবং অবশিষ্ট ১২টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন প্রাপ্ত ১৬১টির মধ্যে ৯৫টি ইতোমধ্যে বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৬টি গাড়ীর মধ্যে ২৬টি গাড়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৪০টি গাড়ী বিক্রয়ের জন্য নিলাম আহবান করা হয়েছে।
(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য টেকনিক্যাল ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ফেরৎ প্রদান করে। বর্তমানে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন। পুনর্গঠন সম্পন্ন করে সহসাই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</td><td>(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।
(খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।
(গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের Revised ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধা</td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd || Update: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও রংপুর জোনের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে প্রকল্পভুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলীর কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। বর্তমানে মালামাল সরবরাহ করার নিমিত্ত L/C খোলা হয়েছে।	(ঘ) মালামাল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত প্রধা প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(ঙ) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়ক/যান্ত্রিক বিভাগসমূহে সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ রাখার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ১টি করে শেড নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের প্রয়োজন নেই তার যৌক্তিকতা অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, হতে আদেশ জারি করা হয়েছে। উক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় শেড নির্মাণের তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত তালিকা প্রস্তুত করে আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) সচল গাড়ী ও সরঞ্জাম রাখার জন্য যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করতে হবে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচি (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	(চ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১) বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানায়। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট না হওয়ায় এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে অচিরেই একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।	(১) সভা করে দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ), যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	(২) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে।	(২) গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে।	
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার অভিযান শুরুর অর্থাৎ গত ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩৩৫৪ টি মোটরযানে অবৈধভাবে সংযুক্ত এঙ্গেল, হুক অপসারণ করা হয়েছে।	(৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসে সভার পূর্বে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গাড়ীতে প্রদর্শন: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত স্টীকার ও সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানোর জন্য ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র সকল ডিপোকে স্টীকার সরবরাহসহ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ বিআরটিসি, যুগ্মসচিব (বিআরটিসি /বিআরটিএ সংস্থাপন)
	(খ) বিআরটিএ কর্তৃক মালিকানাধীন প্রতিটি যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ ও সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে বিআরটিএকে একটি নির্দেশনামূলক পত্র প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে বিআরটিএকে একটি নির্দেশনামূলক পত্র প্রদান করতে হবে।	
১৪.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাব ১১/০৬/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপস (সওজ গেজে সংস্থাপন
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের কোয়ারীর জবাব ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে পুনরায় কোয়ারী করে পত্র প্রেরণ করে। কোয়ারীর জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। শিঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	কোয়ারীর জবাব দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপস (সওজ গেজে সংস্থাপন

www.rthd.gov.bd ||date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলে কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হয়। চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ১০/০৬/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন সংক্রান্ত: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় আরও অবহিত করেন, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের তাদের অধিক্ষেত্রের বাইরে অন্য জোনের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলেও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণের জন্য কোনো অফিস বা বসার ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া, কাজের সহযোগিতার জন্য কোনো স্টাফও পদায়ন করা হয়নি। অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ না থাকায় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের বসার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত জোনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/ অতিরিক্ত সচি (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল
১৬.	**বিবিধ:** **ক. বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জুন/১৮ মাসে ডিএসএল বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৫৪,০০,০০০/- (ছয় কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: **চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান,** Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত- (i) বিআরটিসি'র আব্দুল্লাপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলরত বাসসমূহে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সংক্রান্ত ষ্টীকার লাগানো হয়েছে। (ii) গুলশান সার্কুলার রুটে চলাচলরত ঢাকা চাকা'র গাড়ীসমূহে এবং র‍্যাপিড পাস ক্রয় ও রিচার্জের জন্য নির্ধারিত বাস স্টপেজগুলোতে যাত্রীসাধারণের জানার জন্য র‍্যাপিড পাস তথ্য সংবলিত লিফলেট লাগানো হয়েছে। (iii) বিআরটিসি ও ঢাকা চাকা-র বাস স্টপেজে র‍্যাপিড পাস তথ্য সংবলিত লিফলেট বিলি করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। (iv) উন্নয়ন মেলায় ডিটিসিএ অধিভুক্ত জেলাসমূহে র‍্যাপিড পাস এর রেপ্লিকা প্রদর্শনসহ লিফলেট বিলি করা হয়েছে। (v) র‍্যাপিড পাস লোগো সম্বলিত স্টীকার ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (vi) বিজয় সরণি হতে ফার্মগেট হয়ে কাওরান বাজার এবং ইন্টারসেকশনে র‍্যাপিড পাস সংক্রান্ত ফেস্টুন লাগানো হয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রক পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর মধ্যে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরও অবহিত করেন Rapid Pass কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ভাড়া প্রদানের বিষয়টি দিন দিন কমে যাচ্ছে। শুরুতে Rapid Pass কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে যে ভাড়া আদায় হতো এখন তা অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে। যে সকল রুটের বাসে Rapid Pass কার্ড চালু রয়েছে সে সকল বাসের ডিভাইস সচল আছে কিনা বা যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন। বিষয়টি সমাধানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়ারও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, নবীনগর-মতিঝিল রুটে পরিচালিত বিআরটিসি বাসে Rapid Pass চালুর উদ্যোগ এবং মালিকানাধীন উপযোগী বাসে Rapid Pass চালুর জন্য বাস মালিকদের সাথে আলোচনার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসি ও নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) (ক) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (খ) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইস সচল আছে কিনা বা যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) (গ) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর উদ্যোগ এবং মালিকানাধীন উপযোগী বাসে চালুর জন্য বাস মালিকদের সাথে আলোচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রক পরিচালক, র‍্যাপিড পাস

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- সড়ক এ জনপথ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধনের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ভবন উদ্বোধনের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সেপ্টম্বর ২০১৮ সময়ের মধ্যে ভবন উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচি (এস্টেট)
	ডিটিসিএ : (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের মাটি কাটার কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৪৩%। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, সওজ অধিদপ্তরকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল ২০১৮ মাসে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। সওজ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের অবশিষ্ট ৪ (চার) কোটি টাকার চাহিদা পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে সওজ অধিদপ্তর-কে ৩,৯৬,০০০০০/- (তিন কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	(১) ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) সওজ অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচাল ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচি (উন্নয়ন)/অতিরি প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
	সওজ অধিদপ্তর: সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর অধীনে ১৯৫,৩৪,৫৬,০০০.০০ (একশত পঁচানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%। আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.১৫%। অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফিটিং এর কাজ চলমান আছে। আগামী অক্টোবর ২০১৮ মাসের মধ্যে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।	সওজ অধিদপ্তরের ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সও অধিদপ্তর
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ /বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে মর্মে ৬৫টি সড়ক বিভাগ সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন। সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ০৬/০৬/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সওজ/অতিরি সচিব (উন্নয়
	(২) (ক) ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ সংক্রান্ত মামলার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এডভোকেট এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আরজি সম্পর্কে জেনে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) অবহিত করেন সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় ভোলা ও খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করেছে। অন্যান্য সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীদের যথাযথ নিয়মে মামলা করার জন্য টেলিফোনে ও পত্রের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকালীন সময়ে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের ছবি, ট্রাক/গাড়ীর নম্বর প্লেট, বহনকারী মালামালের বিবরণ এবং সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ডের তথ্যাদি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে মামলা রুজু করতে হবে। প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণ থাকলে মামলায় রায় অনুকূলে আসবে বলে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। যথাযথ নিয়মে মামলা করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীদেরকে পরামর্শ প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)-কে পুনরায় সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) এর সাথে সমন্বয় করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) (ক) উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঠিক পরামর্শ প্রদান করতে হবে। (২) (খ) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও যুগ্মচিব (আইন ও সংস্থা) এর সাথে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ মামলা/ দালিলিক প্রমানাদির বিষয়ে সমন্বয় করবেন।	প্রধান প্রকৌশ সওজ/অতিরি সচিব (আইন যুগ্মসচিব (আ ও সংস্থা)/এস্টে ও আইন কর্মকর্তা (সক
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(১) বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষ পর্যায়ে। শিঘ্রই প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।	(২) এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)
	চ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় সম্মতি এবং সময় নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) জুলাই ২০১৮ মাসের মধ্যে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে তারিখ ও সময় নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সওজ

www.rthd.gov.bd date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান রোড সেফটি বিষয়ে শিঘ্রই একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। শীঘ্রই কর্মশালা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) রোড সেফটি বিষয়ে জুলাই/আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ছ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরীর লক্ষ্যে সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস এবং সর্বশেষ নির্মাণ/পুর্নির্মাণ/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে যা ১২ জুলাই ২০১৮ তারিখ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। পরবর্তীতে প্রতিটি সড়ক বিভাগ তাদের অধীক্ষেত্রাধীন সড়কসমূহের সর্বশেষ কাজের বিবরণ সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করতে পারবে। এ বিষয়ে ICT ইউনিটের উদ্যোগে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিতে এ মাসে একটি সভা আহবান করা হয়েছে।	প্রতিটি সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরির কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সওজ/অতিরি সচিব (প্রশাস
	জ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থ প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন
	ঝ. সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে আগামী ২৪-২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জেলা প্রশাসক সম্মেলনে এজেন্ডভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২/০৭/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি এজেন্ডাভুক্তি ও নিরাপত্তা কমিটির সভা ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	সড়ক নিরাপত্তা বিষয়টি এজেন্ডাভুক্তি ও দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
	ঞ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাসিক সভা/ মাসিক সমন্বয়র সভা সংক্রান্ত: প্রত্যেক অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌ নির্বাহী পরিচ (ডিটিসিএ)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ, বিআরটিস
	ট. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: সভাপতি অবহিত করেন, সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত ২৬৬৭ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিকে রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিধি-বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌ যুগ্মসচিব (ন গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	ঠ. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): দেশের সমুদ্র নির্ভর সম্পদ যেমন সামুদ্রিক মৎস, সমুদ্রের অভ্যন্তরের খনিজ সম্পদ, সমুদ্রের তলদেশের সম্পদরাজী আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখতে পারে। সভাপতি অবহিত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতি অর্থাৎ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বাস্তবায়নে সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানে করেছেন। এ লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার করণীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বাস্তবায়নে অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার করণীয় নির্ধারণ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃ /সংস্থা প্রধা
	ঠ. সরকারের বিশেষ **উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:** (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** (ক) উপসচিব (বাজেট) জানান, ০৪/০৭/২০১৮ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে APA এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(খ) উপসচিব (বাজেট) জানান, APA ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখ এর মধ্যে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এ বিভাগে দাখিল করার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা'র প্রধানগণকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (উপযুক্ত প্রমাণসহ) দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যায়। উল্লেখ্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলের নিমিত্ত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখ এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে।	(খ) আওতাধীন অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃ /সংস্থা প্রধা অতিরিক্ত স (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-১৯: উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) জানান, (ক) এ বিভাগের ও অধীন সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৭-১৮) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে নৈতিকতা কমিটির সভায় উপস্থাপিত হয়। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৭-১৮) বাস্তবায়নের হার শতভাগ। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৭-১৮) বাস্তবায়ন অগ্রগতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে, যা নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। আগামী অর্থ বছরের ২০১৮-১৯ NIS কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্ধারিত ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৭-১৮) অগ্রগতি শতভাগ বাস্তবায়ন করায় সভায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। (খ) অধীন সংস্থাসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অধীন সংস্থাসমূহের আগামী অর্থ বছরের (২০১৮-১৯) খসড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা পাওয়া গিয়াছে যা ফিডব্যাক কর্মশালার মাধ্যমে সংশোধন করা হবে।	(ক) এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৭-১৮) বাস্তবায়ন অগ্রগতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। আগামী অর্থ বছরের ২০১৮-১৯ NIS কর্ম-পরিকল্পনার ১ম প্রান্তিকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধীন সংস্থাসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (গ) এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের আগামী অর্থ বছরের (২০১৮-১৯) খসড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ফিডব্যাক কর্মশালার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং স্ব স্ব নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে এবং এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। NIS কর্ম-পরিকল্পনার ১ম প্রান্তিকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকা পয়েন্ট কর্মকর্ত শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, জুন ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৭টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে যার সবগুলোরই জবাব দেয়া হয়েছে। উক্ত অভিযোগগুলোর মধ্যে ০৪টি অভিযোগ সওজ অধিদপ্তর ও ০২টি অভিযোগ বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। আর ০১টি অভিযোগ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করা হয়েছে	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপ /সংস্থা প্রধান অতিরিক্ত সচি (আইন) ও GI ফোকাল পয়ে কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS^{++}) : প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান, সরকার কর্তৃক অর্থনৈকিত কোড ১৩ ডিজিট থেকে ৫৬ ডিজিটের করা হয়েছে। iBAS++ সিস্টেমে ৫৬ ডিজিটের মাধ্যমে বাজেট ও বিল পরিশোধের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটু সমস্যার সৃষ্টি হলেও সিস্টেম উন্নত করায় ধীরে ধীরে এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে। কিছু কিছু প্রকল্পের বিল পরিশোধে সমস্যা ছিল যা iBAS++ সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করা হয়েছে। সমস্যা সমাধানে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং iBAS++ সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগে করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	iBAS++ সিস্টেমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সাথে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও উপসচিব (জিএফডিপি) এবং	অতিরিক্ত সচি (উন্নয়ন/বাজেট সকল সংস্থা প্র প্রধান হিসাবর কর্মকর্তা/ উপস (জিএফডিপি ডিএফডিপি/বা

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-19

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ যোগাযোগ করবেন।	
	(৫) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এ লক্ষ্যে আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যথা সময়ে কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে অবহিত করেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দেশনা থাকলেও এ বিভাগের আওতাধীন ডিটিসিএ কোনো ই-ফাইল কার্যক্রম শুরু করে নি। বিআরটিএ, বিআরটিসি ও সওজ অধিদপ্তরে ই-ফাইল কার্যক্রম শুরু হলেও ডাক আপলোড, নথি উপস্থাপন, চিঠি জারির পরিমান খুবই কম। ই-ফাইল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি সকল অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে টেকনিক্যাল কোনো সমস্যা হলে সংস্থা প্রধানদের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৭/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-19